বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল কুরআন

মোহাম্মদ কেফায়েত উল্লাহ

আসমানি গ্রন্থমালার সর্বশেষ সংস্করণ হল আল-কুরআন। বিশ্ব পরিবর্তনের এক বিপ্লবী গাইড বুক হল আল কুরআন। নির্যাতিত, নিস্পেষিত, অবহেলিত ও বঞ্চিত মানুষের একমাত্র কণ্ঠস্বর আল-কুরআন। মানুষের চিন্তা-চেতনায় আকীদা-বিশ্বাসে, আমল-আখলাকে, কর্মস্পৃহায়, যে গ্রন্থটি আমূল পরিবর্তন এনে দেয় সে গ্রন্থটির নামই হল আল-কুরআন। পথহারা মানুষের পথের দিশারী, অধিকার হারা মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠাকারী, বঞ্চিত মানুষের একমাত্র আশার আলো, নির্যাতিত মানুষের একমাত্র বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, চরিত্রহীন মানুষের উন্নত চরিত্র গঠনের একমাত্র সহায়ক, হাজারো মানুষের মানবীয় সমস্যার একমাত্র সমাধান, সর্বোপরি মানুষের মুক্তির এক অমর, অদ্বিতীয়, আশ্চর্য ও অভিনব গ্রন্থটির নামই হল আল-কুরআন। যা অবতীর্ণ হয়েছে বিশ্বমানবতার একমাত্র মুয়াল্লিম, সর্বশ্রেষ্ঠ ও আখেরী রাসূল, আল্লাহর প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা:) এর ওপর হযরত জিব্রীল (আ:) এর মাধ্যমে দীর্ঘ তেইশ বছরে অল্প অল্প করে মানব সমস্যার একমাত্র সমাধান হিসেবে। আদম সৃষ্টির পর থেকে আজ পর্যন্ত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অসংখ্য আসমানি কিতাব প্রেরণ করেছেন এবং দুনিয়ার মানুষরা ও লক্ষ-লক্ষ, কোটি কোটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু কুরআনের মত এত সংক্ষিপ্ত অথচ বিস্তারিত, সাহিত্যে ভরপুর অথচ সাহিত্য নয়, কবিতার ছন্দ সম্বলিত অথচ কবিতা নয়, সংক্ষিপ্ত শব্দ কিন্তু ব্যাপক অর্থবোধক, একদিকে অত্যন্ত সহজ, অন্যদিকে এতই দুর্বোধ্য যে, কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত কালের সকল কবি, সাহিত্যিক, গবেষক, চিন্তাবিদ, মনীষী একত্রিত হয়েও তার অর্থ বের করতে অক্ষম, এমন দ্বিতীয় আরেকটি কিতাবের অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই, আল্লাহ ও পাঠাননি এবং পাঠাবেনও না।

এটি এমন একটি গ্রন্থ যার মধ্যে রয়েছে যাবতীয় সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সৃষ্টি কুশলতা, তাঁর মহানত্ব, বড়ত্ব, ক্ষমতা-এখতিয়ার ও যথার্থ পরিচয়। যার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে লক্ষ কোটি গুপ্ত রহস্য, যা উদ্‌ঘাটন করার জন্যে পৃথিবীর হাজারো বনী আদম আরামের ঘুমকে হারাম করছেন, নিজেদের যোগ্যতার সকল দ্বার উন্মুক্ত করেছেন। গবেষণার পর গবেষণা চালিয়ে বছরের পর বছর অতিক্রম করছেন। রচনা করেছেন বিশাল বিশাল গ্রন্থ। অসংখ্য তাফসীর আর ব্যাখ্যার এক বিরাট স্তুপ। কিন্তু কি তাঁরা পেরেছেন কুরআনের গুপ্ত রহস্যময় শব্দ الم এর অর্থ বের করতে ? একটি অক্ষর ق – ص – طسم এর অর্থ বের করতে ? না, পারেন নাই! পারবেন ও না। এসব রহস্যময় আয়াতের ব্যপারে মুফাস্‌সিরগণ যতই ব্যাখ্যা পেশ করুক না কেন, সর্বশেষে সকলেই একথা বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, এর সঠিক মর্মার্থ আল্লাহই ভাল জানেন। আল্লাহ নিজেও একথা বলেছেন-

وما يعلم تأويله الا الله (ال عمران-7)

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (لقمان-27)

অর্থ্যাৎ : "পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে, সবই যদি কলম হয় এবং এক সমূদ্রের সাথে ও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয় তবুও তাঁর কথাগুলো লিখে শেষ করা যাবে না। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (লোকমান-২৭)

সূরা কাহফের ১০৯ নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً (كهف-109)

অর্থ্যাৎ : বলুন; আমার রবের কথা লেখার জন্যে যদি সমুদ্রের পানি কালি হয়, তবে আমার রবের কথা শেষ হওয়ার আগেই সে সমুদ্র নি:শেষিত হয়ে যাবে। সাহায্যার্থে অনুরূপ আরেকটি সমূহ এনেদিলেও। (কাহফ-১০৯)

কুরআন হচ্ছে এমন একটি জ্ঞানের জননী যার থেকে জন্ম নিচ্ছে লক্ষ কোটি জ্ঞানী। কুরআন জ্ঞানের জগতে শিশু বানিয়ে দিয়েছে হাজার হাজার জ্ঞানীকে। বিশ্বখ্যাত সাহিত্যিকদের সাহিত্যকে করে দিয়েছে ম্লান। কাব্যজগতের উজ্জল তারকাগুলোকে করে দিয়েছে আলোকশূণ্য। প্রাচীন ঐতিহাসিকদের সত্য-মিথ্যায় পরিপূর্ণ ইতিহাসকে করে দিয়েছে সু-স্পষ্ট ও সমুজ্জল। বর্ণনা করেছে প্রাচীন বহু শক্তিশালী জাতির উত্থান পতনের ইতিহাস। মানবজাতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে তার রবের প্রেরিত নবীদের আদর্শচ্যুত হওয়ার করুন পরিণতি। আল-কুরআন এমন একটি পথ প্রদর্শক যাঁর সংস্পর্শে এসে পৃথিবীর সবচেয়ে মূর্খ, জাহেল, বর্বর, অসভ্য, চরিত্রহীন, আদর্শহীন ও নিকৃষ্ট মানুষগুলো হয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, সভ্য, আদর্শ-চরিত্রবান ও অনাগতকালের সকল মানবের চাইতে শ্রেষ্ঠ মানব। যার বর্ণনা দিয়েছেন রাসূল (স:) এর চাচাতো ভাই হযরত জাফর বিন আবু তালিব (রা:)। তিনি বলেন-"আমরা ছিলাম একটি মূর্খ জাতি, মূর্তির উপাসনা করতাম। মৃত জন্তু ভক্ষণ করতাম, অশ্লীল কার্যকলাপে লিপ্ত ছিলাম, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতাম এবং প্রতিবেশীদের সাথে অসদ্ধ্যবহার করতাম। আমাদের সবলরা দুর্বলদেরকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করত। আমরা এমনি অবস্থায় ছিলাম। অবশেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের কাছে একজন রাসূল পাঠালেন যার বংশ, সততা, আমানতদারিতা, পবিত্রতা ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা অবহিত। তিনি আমাদেরকে মহান আল্লাহর দিকে আহবান জানালেন যেন, আমরা তাঁর একত্বে বিশ্বাস করি। তাঁর ইবাদত করি এবং আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষরা যেসব গাছ পাথর ও মূর্তিপুজা করতাম তা পরিত্যাগ করি"। হযরত জাফর (রা:) আরো বলেন-"তিনিই আমাদেরকে আরো উপদেশ দিয়েছেন সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও প্রতিবেশীদের সাথে আমাদের ভাল ব্যবহার করার ব্যাপারে। তিনি আমাদেরকে নিষেধ করলেন রক্তপাত, ব্যভিচার, এতিমের মাল ভক্ষণ ও সতী-স্বাধবী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হতে"। ইসলাম পূর্ব যুগের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত উমর ফারুক (রা:) বলেন-"এমন এক সময় ছিল যখন আমি পশমী জামা পরে এই মাঠে (দাজনান) প্রখর রোদে খাত্তাবের উট চরাতাম, খাত্তাব ছিলেন অত্যন্ত কঠোর ও নিরস ব্যক্তি। ক্লান্ত হয়ে একটু বিশ্রাম নিলে পিতার হাতে নির্মমভাবে প্রহৃত হতাম। কিন্তু আজ আমার এমন দিন এসেছে যে এক আল্লাহ ছাড়া আমার উপর কর্তৃত্ব করার অধিকারী কেউ নেই।

হযরত ওমর (রা:) আরো বলেন-"আমি ইসলাম থেকে অনেক দূরে ছিলাম, মদে আসক্ত ছিলাম এবং খুব বেশী পরিমানে মদ পান করতাম। হাযওয়া রাতে আমাদের মদের আসর বসত এবং সেখানে কুরাইশী বন্ধুরা জমায়েত হত। একরাতে আমি নিজের সতীর্থদের আকর্ষণে ঐ আসরে উপস্থিত হই। সতীর্থদের সেখানে অনেক খোঁজাখুজি করি। কিন্তু কাউকে পাইনি। পরে এক মদ বিক্রেতার কথা মনে পড়ল এবং ভাবলাম ওখানে গিয়ে মদ পান করবো কিন্তু তাকে ও পেলাম না। তারপর ভাবলাম কা'বা শরীফে চলে যাই ও সেখানে গিয়ে ষাট সত্তর বার তাওয়াফ করে নিই। সেখানে গিয়ে দেখলাম, রাসূল (সা:) নামায পড়ছেন। তিনি রুকনে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামনীর মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন। সহসা মনে ইচ্ছা জাগলো, এ লোকটা কী পড়ছে আজ একটু শোনাই যাকনা। কা'বার গেলাফের ভেতরে ঢুকে আস্তে আস্তে একেবারে কাছে গিয়ে শুনতে লাগলাম। আমার ও রাসূল (সা:) এর মাঝে কেবল কা'বার গেলাফ

ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমি যখন কুরআন শুনলাম, তখন আমার মনটা গলে গেল। চোখ অশ্রু সিক্ত হয়ে উঠল। ঠিক সেই মুহূর্তেই আমার অন্তরে ইসলাম প্রবেশ করলো। (সীরাতে ইবনে হিশাম, মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা:)।

যে কুরআন হযরত ওমর (রা:) এর মত কঠোর হৃদয়ের অধিকারী, মদ্যপায়ী ব্যক্তির জীবনে এত বিরাট বিপ্লব এনেদিল সে কুরআন তো আজও আমাদের মাঝে সম্পূর্ণ অবিকৃতাবস্থায় মওজুদ রয়েছে। কিন্তু কেন আজ সে কুরআনের ধারক বাহকরাই এ পৃথিবীতে সবচাইতে বেশী নির্যাতিত ? সবচাইতে অপমানিত ? অবহেলিত, অপদস্ত ও কেন আজ ক্ষমতাচ্যুত ? কুরআনের মত একটি সেরা গাইড বুক মুসলমানদের নাগালের মধ্যে থাকার পর ও কেন আজ তারা পথহারা? দিশাহীন? কেন বিশ্ব নেতৃত্ব থেকে তারা বঞ্চিত ? এ প্রশ্ন আজ সকল সচেতন মহল ও কুরআনের গবেষকদের ভাবিয়ে তুলছে। তাহলে কুরআন কি আজকের যুগে অচল ? কুরআনের আইনগুলো কি আজকের বিজ্ঞানের যুগে পরিত্যক্ত ? মানব সমস্যার হাজারো সমাধান কি আজকের কুরআনে নেই ? হ্যাঁ অবশ্যই রয়েছে। কুরআনের আইন শ্বাসত, সর্বযুগের জন্যে। এটি কোন নির্দিষ্ট এলাকা, স্থান, গোত্র ও মানুষের জন্যে নয়। এর আবেদন ব্যাপক। কিন্তু আমরা আজ আমাদের সেরা গাইড লাইনকে পাশ কাটিয়ে এসব মানবীয় সমস্যা সমাধানের জন্যে ভিন্ন লাইনে অগ্রসর হয়েছি। কেউ অগ্রসর হয়েছি সমাজতন্ত্রের দিকে, কেউ বা অগ্রসর হয়েছি পুঁজিবাদের দিকে, কেউ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের দিকে, আবার কেউ সংকির্ণ জাতীয়তাবাদের দিকে, আবার কেউ ইসলামের আসল কে বাদ দিয়ে ফরা তথা শাখা প্রশাখাকে নিয়ে তর্ক বহছে লিপ্ত হয়ে অযথা সময় ক্ষেপন করছি। ফলে সমস্যা সমাধানের চেয়ে আরো বেড়েছে। পিপাসার্ত ব্যক্তি পানির প্রতি মোহতাজ, ক্ষুধার্ত ব্যক্তি খাদ্যের প্রতি মুখাপেক্ষি। পিপাসার্ত ও ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে যদি পানি ও খাদ্যের পরিবর্তে অন্য কিছু দেয়া হয় তাহলে ক্ষুধা দূর হওয়া তো দূরের কথা সমস্যা আরো বাড়বে। আজকের গোটা বিশ্বের মুসলিম উম্মাহর অবস্থা ও হয়েছে তাই। যার প্রতি আমরা মুখাপেক্ষি সেদিকে না গিয়ে আমরা পা বাড়িয়েছি তার বিপরীত দিকে। এর কঠোর পরিণতির দিকে ইংগিত করে রাসূল (স:) বলেছেন-

من تعلم القران وعلق مصحفه لم ليتعاهده ولم ينظر فيه جاء يوم القيامة متعلقا به يقول يا رب العالمين إن عبدك هذا اتخذنى مهجورا فاقض بينى وبينه- (قرطبى).

অর্থ্যাৎ : যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করার পর তাকে বেঁধে ঘরে জুলিয়ে রাখে, রীতিমত তেলাওয়াত করে না তাঁর বিধানাবলী মেনে চলেনা, কিয়ামতের দিন তাঁর গলায় কুরআনকে ঝুলিয়ে দেয়া হবে, আর সে এ অবস্থায় কিয়ামতের মাঠে হাজির হবে তখন কুরআন অভিযোগের সুরে বলবে হে আল্লাহ! হে বিশ্ব জাহানের রব! আপনার এ বান্দাহ আমাকে দুনিয়াতে পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে দিয়েছিল আজ আপনি আমার মাঝে এবং তার মাঝে ফায়সালা দিন। (কুরতুবী, মা'রেফুল কুরআন)

কুরআনের আইনকে পাশকাটিয়ে যারা ভিন্ন পথে নিজ জীবনের গতি পছন্দ করেছে, ভিন্ন পদ্ধতিতে যুগ সমস্যার সমাধানের চেষ্টা চালাচ্ছে। কুরআনকে ভুলে গিয়েছে, কুরআনের আইনকে বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে অচল বলছে, সেকেলে মনে করছে। তাদের জন্যে কুরআন ভয়াবহ আযাবের সু-সংবাদ দিচ্ছে। কুরআনের ভাষায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. (طه 123-126)

অর্থ্যাৎ : আর যে আমার কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। সে বলবে, হে আমার পালনকর্তা। আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উঠালেন ? আমি তো চক্ষুমান ছিলাম। আল্লাহ বলবেন, এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াত সমূহ এসেছিল, অত:পর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাব। সূরা তাহা (১২৪-১২৬)

অতএব, আসুন! দুনিয়া ও আখিরাতের লাঞ্চনার হাত হতে বাঁচার জন্যে কুরআনকে শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় কিতাব হিসেবে নয় বরং এটিকে আইনের গ্রন্থ হিসেবে, বিজ্ঞানের সেরা বিজ্ঞান হিসেবে, অভিধানের সেরা অভিধান হিসেবে, ব্যাকরণের সেরা ব্যাকরণ হিসেবে বিশ্ব বিবেকের সামনে উপস্থাপন করি; তাহলেই নেমে আসবে এ অশান্ত পৃথিবীতে শান্তির বারিধারা। সকল নেতৃত্ব ও ক্ষমতা চলে আসবে মুসলমানদের হাতের মুঠোয়। রাসূল (স:) বলেন- فان تقبلوا منى ما جئتكم به فهو حظكم فى الدنيا والاخرة- (سيرة ابن هشام). অর্থ্যাৎ : আমি যে দাওয়াত পেশ করছি তোমরা যদি তা গ্রহণ করে নাও, তাহলে তাতে তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

অন্য হাদীসে রাসূল (স:) বলেন- كلمة واحدة تعطو نيها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. অর্থ্যাৎ : একটি মাত্র কথা যদি তোমরা আমাকে দাও, তবে তা দ্বারা তোমরা সমগ্র আরব জাতির ওপর আধিপত্য লাভ করবে এবং যত অনারব জাতি পৃথিবীতে আছে তারা সব তোমাদের বশ্যতা স্বীকার করবে।

পরিশেষে সে কথা দিয়ে শেষ করতে চাই যা রাসূল (স:) এর ইন্তেকালের ৩ মাস ৩ দিন পূর্বে প্রায় এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার সাহাবার সম্মুখে দ্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছেন- وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله- (مسلم) অর্থ্যাৎ : তোমাদের কাছে আমি এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি যে, যদি তোমরা তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাকো তবে এরপর কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। সেই জিনিস হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। (মুসলিম) وما علينا الا البلاغ.

মোহাম্মদ কেফায়েত উল্লাহ
অধ্যক্ষ
দারুল ইরফান একাডেমি, চট্টগ্রাম।
তারিখ- ১৮/০৩/২০২৪ ঈসায়ী